পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২০২২-২৩ অর্থ বছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বার্ষিক প্রতিবেদন (জুলাই ২০২২ – জুন ২০২৩)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এ পেশকৃত

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন টিম

আইসিটি অনুবিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইসিটি অনুবিভাগ
ঢাকা
www.mofa.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৯.০০.০০০০.১৭৫.৪২.০০১.২৩-৬৯ তারিখঃ ০৫ জুলাই ২০২৩

বিষয়ঃ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ দাখিল করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনানুযায়ী

ড. সৈয়দ মুনতাসির মামুন
মহাপরিচালক (আইটিআইটি/আইসিটি)
ও
চিফ ইনোভেশন অফিসার

সচিব
সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

[দৃঃ আঃ জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল আলম, উপসচিব, ই-গভর্নেন্স-২ অধিশাখা]

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
০১. মহাপরিচালক (প্রশাসন), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২. পরিচালক, পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) -এর দপ্তর, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৩. অফিস কপি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় - ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বার্ষিক প্রতিবেদন (জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩)

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩					ত্রৈমাসিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানে নিম্নে	
							১০০%	৮০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭			৮	৯	১০	১১
১	[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[১.১] সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	০৪/০৫/২০২৩	১১/০৫/২০২৩	১৮/০৫/২০২৩	২৫/০৫/২০২৩	৩১/০৫/২০২৩	নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং চালু রয়েছে।
			[১.২] ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবা সমূহ চালু করা।	[১.২.১] ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত	তারিখ	২	১৩/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	১০/১১/২০২২	--	--	ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ১২/০৯/২০২২ তারিখে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
				[১.২.২] ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালু করা ।	তারিখ	৭	০৪/০৫/২০২৩	১১/০৫/২০২৩	১৮/০৫/২০২৩	২৫/০৫/২০২৩	৩১/০৫/২০২৩	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত মাইগভ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সেবাসমূহ চালু রয়েছে।
			[১.৩] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৩.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৪	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৬০%	৮২%
			[১.৪] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/কর্মপরিকল্পনা প্রণইয়ন এবং বিষয় ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন	[১.৪.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	সংখ্যা	৪	৩১/১০/২০২২	১৬/১১/২০২২	৩০/১১/২০২২	১৫/১২/২০২২	২৯/১২/২০২২	কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ৩০/১০/২০২২ তারিখে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
				[১.৪.২] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	২	---	১	--	--	০৩ টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩					ত্রৈমাসিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানে নিম্নে	
							১০০%	৮০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭			৮	৯	১০	১১
২	[২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	২০	[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে)	সংখ্যা	৬	৪	৩	--	২	--	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়েছে।
			[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	--	--	৪ টি প্রশিক্ষণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।
				[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৩	৮০%	৭০%	৬০%	৫৫%	৫০%	৫৩%
				[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	৩	১৫/০১/২০২৩	২২/০১/২০২৩	৩১/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	১৬/০২/২০২৩	১২/০১/২০২৩ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।
				[২.২.৪] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক -মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত		২	৩১/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	১৬/০২/২০২৩	২৩/০৫/২০২৩	২৮/০২/২০২৩	প্রযোজ্য নয়।
				[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	৩	৩১/০৫/২০২৩	৩০/০৬/২০২৩	--	--	--	০৫/০২/২৩ তারিখে প্রবাসীদের ওয়ানস্টপ সেবা প্রদানের জন্য ডিজিটাল সেন্টার “প্রবাসী হেল্প ডেস্ক” পরিদর্শন।

সূচীপত্র

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	প্রমাণক	পৃষ্ঠা
[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	[১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	ভূমিকা	০১
			পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য ডিজিটাল আর্কাইভ সিস্টেম চালুকরণ	০৭
	[১.২] ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবা সমূহ চালু করা।	[১.২.১] ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত	myGov প্ল্যাটফর্মে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৬২ (বাষট্টি) টি সেবাসহ অন্যান্য ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ	১৩
		[১.২.২] ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালু করা।	myGov প্ল্যাটফর্মে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৬২ (বাষট্টি) টি সেবা সেবাপ্রত্যাশীদের জন্য উন্মুক্তকরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি	২৫
	[১.৩] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৩.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এর ই-নথি কার্যক্রমের রিপোর্ট (জুলাই ২০২২- জুন ২০২৩)	৩৩
	[১.৪] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/কর্মপরিকল্পনা প্রণইয়ন এবং বিষয় ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন	[১.৪.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/কর্ম পরিকল্পনা প্রণীত	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্ম পরিকল্পনা	৩৪
		[১.৪.২] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত	‘Technical Education and Technology Transfer: Role of MOFA and Bangladesh Missions Abroad’ শীর্ষক ওয়েবিনারের নোটিশ	৩৬
[২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অর্ধ-বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদনের সরকারি পত্র	৪৪
			পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তাগণের তথ্যাদি	৪৬

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	প্রমাণক	পৃষ্ঠা
			পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত আয়োজিত সভা ও কর্মশালার সরকারি পত্র	৫৫
			পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের তালিকা	৬৩
			পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মকর্তাদের তালিকা	৬৭
			জিও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত (জুলাই ২০২২- জুন ২০২৩)	৭৭
			প্রেস রিলিজ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত (জুলাই ২০২২- জুন ২০২৩)	১০৪
			স্টেটমেন্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশিত (জুলাই ২০২২- জুন ২০২৩)	১৪৩
			সার্কুলার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত (জুলাই ২০২২- জুন ২০২৩)	১৪৫
	[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালার অফিস আদেশ	১৬২
		[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের প্রমাণক	১৯০
		[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্যোগ পরিদর্শনের অফিস আদেশ	১৯১

ভূমিকা

০১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ ও জনমুখী সিভিল সার্ভিস বিনির্মাণের লক্ষ্যে এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের সকল পরিষেবাগুলিকে একটি পোর্টালে এক ছাতার নীচে/এক প্ল্যাটফর্মে আনার জন্য, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মিশনসমূহের সম্পূর্ণ কনস্যুলার সেবা এবং সদর দপ্তর ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের প্রশাসনিক পরিষেবা ও অভ্যন্তরীণ সেবাগুলাকে ডিজিটালাইজেশনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন স্মার্ট বাংলাদেশের মূল নীতিগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য সদর দপ্তর ও বাংলাদেশ মিশনসমূহে ধারাবাহিকভাবে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ক। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি ভবিষ্যৎমুখী জনবান্ধব কাঠামো ও কার্যকর ডিজিটাল সক্ষম অপারেশন সমন্বয়ের জন্য – আইসিটি, কন্স্যুলার, বাণিজ্যসহ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত সক্ষমতা ও সাইবার নিরাপত্তা সক্ষমতা তৈরীতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

খ। 'এক দেশ, এক সরকার, এক মিশন' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে কার্যকর সহযোগীতা বৃদ্ধিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

০২। **পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইসিটির ভূমিকা ও কার্যকারিতাঃ** পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের অন্যতম অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হলো অর্থনৈতিক কূটনীতি। অর্থনৈতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে প্রচেষ্টাগুলোকে আরো সুসংহত ও সুদৃঢ় করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও প্রযুক্তি অনুবিভাগ স্থাপন করা হয়েছে। প্রযুক্তি, বাজার ও অর্গানাইজেশনের বৈশ্বিক ফ্রেমওয়ার্কের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংযোগ সুদৃঢ় করেছে। বিশ্ববাজার ও সরবরাহ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ থেকে পণ্য, সেবা ও বিভিন্ন সলিউশন রপ্তানি এবং বাংলাদেশীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মনে করে যে যখন বাংলাদেশের দেশীয় সম্পদ ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে নিজেদের জন্য যেকোন সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরি করা হবে, তখন ৫টি বিষয় মাথায় রাখতে হবে - রেমিট্যান্স অর্জন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, দেশের জনগণের উপকার তথা ফিলানথ্রপি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালী নেটওয়ার্ক সৃষ্টি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য বৈশ্বিক মার্কেট- যা শিল্প ও ভোক্তা উভয় পর্যায়েই গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন মার্কেটে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা। এক্ষেত্রেও মন্ত্রণালয়ের অন্যতম অগ্রাধিকার ও কাজের জন্য সবচেয়ে ভাল সুযোগের একটি হল আইসিটি সেক্টর। আইসিটি সেক্টর শুধুমাত্র কম্পিউটার অথবা যোগাযোগ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই এখন আর। বরং এই ক্ষেত্রটি এখন মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্ব কাজে, এমনকি চিন্তা ও ভাবনার জগতেও সদা বিরাজমান। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিগত সুবিধাগুলোকে কাজে লাগাতে আমাদের এখনই প্রয়োজন দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ শুরু করা। শুধু একাডেমিক গন্ডিতে সীমাবদ্ধ না রেখে এই বিষয়ে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা , দক্ষতা অর্জন ও দেশের তরুণদের উদ্ভাবনী আইডিয়াগুলোকে বাস্তবে পরিণত করা প্রয়োজন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইসিটি ডিভিশনের সাথে দেশে প্রযুক্তি স্থানান্তর ও দেশীয় করণের কাজ করছে।

০৩। **স্মার্ট বাংলাদেশঃ** চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ইনোভেশন এবং এন্ট্রেপ্রেনিউরশিপ এর অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী এবং সাহসী পদক্ষেপের কারণে এবং প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদের দূরদর্শী দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারে এক অনন্য উচ্চতায় আসীন হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ব্যবস্থা সফল ভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশে আইসিটি ও আইটি সংক্রান্ত সার্ভিসেস আজ শুধু দেশের আর্থ-সামাজিক এবং প্রশাসনিক উন্নয়নেই ভূমিকা রাখছে না, একই সাথে তা আজ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের উৎসে পরিণত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল এই চলমান অতিমারীর মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং সহ জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে দেশের মানুষ ভোগ করছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশের এই চলমান ধারাকে পরবর্তী পর্যায়ে উন্নীত করতে সরকার "স্মার্ট বাংলাদেশ" উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ও স্মার্ট দেশ হিসেবে গড়ে তোলা হবে। স্মার্ট বাংলাদেশের উপদানগুলোর মধ্যে রয়েছে – স্মার্ট সরকার, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট জনগণ, এবং স্মার্ট সমাজ। সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশের মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিজ করণীয় ক্ষেত্রে অগ্রসরমান প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ দূতাবাসের বিভিন্ন কার্যক্রমে আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স, মেশিং লার্নিং, বিগ ডাটা, GPT-4 ইত্যাদি আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশের প্রথম আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স/ব্লকচেইন ভিত্তিক সার্ভিস শুরু করতে কাজ করে যাচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ★ ঢাকা ★ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

এ লক্ষ্যে ক্রিপ্টো যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে যাতে মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বিদেশস্থ বাংলাদেশের মিশনসমূহ সরাসরি যুক্ত হবে। বাংলাদেশ মিশনসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবক্ষণে ও দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য সফটওয়ার ভিত্তিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে যার মাধ্যমে সহজেই দ্রুততার সাথে পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের মিশনের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হবে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদেশস্থ বাংলাদেশের মিশনসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন, অভিন্ন ওয়েবসাইট এর সাপোর্ট সেন্টার, মন্ত্রণালয়ের আইসিটি বিভাগের কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি আধুনিক ডিজিটাল কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গৃহীত উল্লিখিত উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণের পরিক্রমায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

০৪। ই-গভর্নেন্স ও ইনোভেশনঃ ই-গভর্নেন্স ও ইনোভেশন এর ধারণাগত পর্যায়ের এই কনসেপ্ট দুইটিকে ব্যবহার করে জনকূটনীতি, অর্থনৈতিক কূটনীতিসহ কূটনীতির বিভিন্ন শাখায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে সাবলীল বিচরণ তাকে আরও সক্রিয়, সক্ষম এবং স্বমহিমায় উজ্জ্বল করে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায়, ই-গভর্নেন্স ও ইনোভেশন এর জন্য প্রথমেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান আইসিটি অবকাঠামোকে সবল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বর্তমানে আইসিটি অনুবিভাগের তত্ত্বাবধানে পাঁচটি কার্যক্রম/প্রকল্প চলমান রয়েছে। ইতিপূর্বে এই অনুবিভাগ ছয়টি কার্যক্রম/প্রকল্প সম্পন্ন করেছে। এই সব কার্যক্রমের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ই-গভর্নেন্স ও ইনোভেশন এর সুদৃঢ় ভিত্তিমূল স্থাপিত হয়েছে। সেই ভিত্তিমূলের উপরে কাজ চলছে জনকূটনীতি ও অর্থনৈতিক কূটনীতির বিভিন্ন শাখার ধারণার বাস্তবায়ন যার ফলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন ও নিত্যনৈমিত্তিক কূটনীতি ও কনসুল্যার কেন্দ্রিক সেবাসহ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কার্যপরিধি, তৎপরতা এবং সফলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। শীঘ্রই কূটনীতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহের একটি যা হবে তথ্যনির্ভর ও আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স কেন্দ্রিক। মন্ত্রণালয়ের ও সরকারের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদের জন্য একটি যুগোপযোগী ও অত্যাধুনিক কূটনৈতিক অবকাঠামো তৈরিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বদ্ধ পরিকর।

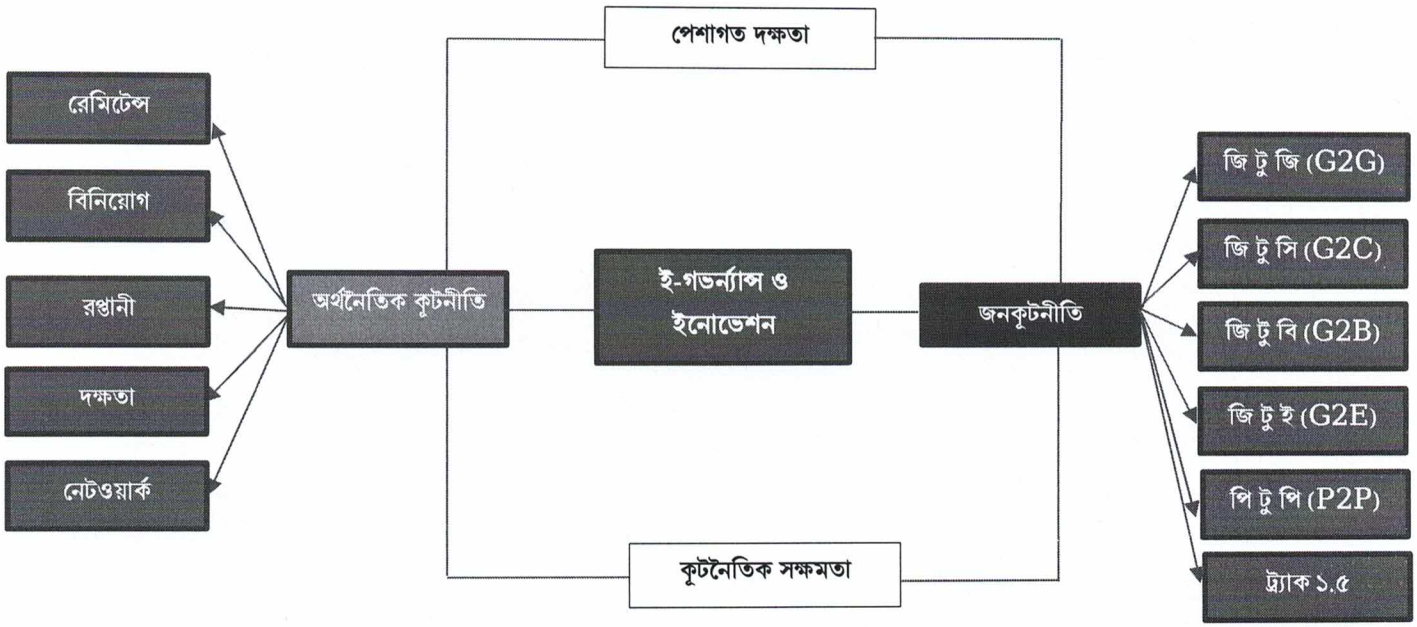

ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন ফ্রেমওয়ার্ক

ব্যাখ্যা

ক. জি টু জি (G2G) – গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট
খ. জি টু সি (G2G) – গভর্নমেন্ট টু সিটিজেন
গ. জি টু বি (G2B) – গভর্নমেন্ট টু বিজনেস
ঘ. জি টু ই (G2E) – গভর্নমেন্ট টু ইমপ্লয়ী
ঙ. পি টু পি (P2P) – পারসন টু পারসন
চ. ট্র্যাক ১.৫ – গভর্নমেন্ট, পাবলিক ও একাডেমিয়ার হাইব্রিড

০৫। ডিজিটাল ব্যবস্থা বাস্তবায়নে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত কিছু মূল উদ্যোগ

৫.১. আইডেন্টিক্যাল ওয়েবসাইটঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এটুআই-এর সহায়তায় ০৭ জুলাই ২০২২ তারিখে সকল বাংলাদেশ দূতাবাসের জন্য আইডেন্টিক্যাল ওয়েবসাইটের প্রধান সংস্করণ উদ্বোধন করে। আইডেন্টিক্যাল ওয়েবসাইটগুলো ইতোমধ্যে লাইভ কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং এর মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশী ও অন্যান্য সেবা প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করছে। আইডেন্টিক্যাল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ৮১ টি বাংলাদেশ মিশনের ওয়েবসাইটের আউটলুক একই থাকবে, কিন্তু তথ্য ভিন্ন থাকবে। ওয়েবসাইটে এড্রেস ও মেন্যুবারও একই রকম থাকবে। যেকোন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান এবং প্রোগ্রামিং ও ওয়েব বা অ্যাপভিত্তিক কার্যক্রম বিশ্বের সকল প্রান্তে একযোগে এবং সমান্তরাল, সুসংহত, যুগপৎ প্রচার ও মোতায়েনের সক্ষমতা রয়েছে এই সুবিন্যাস্ত ওয়েব ইকোসিস্টেমের।

৫.২. মাইগভ (MyGov) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কনস্যুলার সার্ভিস ডিজিটালাইজকরণঃ মাইগভ (MyGov) টিমের সহায়তায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ৩৪টি কনস্যুলার পরিষেবা এবং ২৮টি অভ্যন্তরীণ পরিষেবা আনতে সক্ষম হয়েছে। ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নাগরিক সেবাসমূহ মাইগভ প্ল্যাটফর্মে উন্মুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে সরকারের এই প্ল্যাটফর্মে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৬২টি সেবা লাইভ আছে এবং যথাযথ আবেদনের ভিত্তিতে সেবাপ্রার্থীদের ডিজিটালি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমস্ত পরিষেবাগুলি এখন UDC (ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার) এবং ৩৩৩ কল-লাইন থেকে পাওয়া যাবে। এতে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের সমস্ত শহর ও গ্রাম থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সকল ধরনের পরিষেবা আর্কিটেকচারে এক ক্লিকে পৌঁছানো যাবে। এই গুচ্ছ পরিষেবাটি বিদেশস্থ সকল প্রবাসীদের নিকট পৌঁছানোর জন্য বর্তমানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই গুচ্ছ পরিষেবাটি বিদেশস্থ সকল প্রবাসীদের নিকট পৌঁছানোর জন্য বর্তমানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পুরোদমে এই ব্যবস্থা চালু হলে বার্ষিক ১.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার/ Time-Cost-Visit (TCV) সেভিংস হবে।

৫.৩ অভিন্ন ই-মেইল ডোমেইনঃ বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ পদক্ষেপের হিসেবে ২০০৯ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর, অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা, বাংলাদেশ মিশনসমূহ এবং সকল কর্মকর্তাগণের জন্য অভিন্ন ই-মেইল ডোমেইনের (mofa.gov.bd) প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশের মিশনের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দাপ্তরিক যোগাযোগ সহজে ও নিরাপদ উপায়ে করা সম্ভব হচ্ছে।

৫.৪. দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক বিভিন্ন বৈঠকের জন্য বৈঠক (Boithok) অ্যাপ ব্যবহারঃ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং আইসিটি বিভাগ দ্বারা যৌথভাবে উদ্ভাবিত বৈঠক অ্যাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছিল অগ্রগামী। শুধু ব্যবহারই নয়, কোভিড পরিস্থিতিতে এই অ্যাপটি ব্যবহারের জন্য প্রচারণাও করা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী ও কূটনৈতিক ভার্চুয়াল সভা এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে আয়োজন করা হয়েছে।

৫.৫. বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে আইবাস++ (ibas++) পদ্ধতি চালুকরণঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে আইবাস++ (ibas++) পদ্ধতি চালুকরণের কাজ শুরু করেছে। মন্ত্রণালয় সফলতার সাথে সিঙ্গাপুর, কলকাতা, আগরতলা, গুয়াহাটি, নেপাল, কাতার, আরব আমিরাতসহ সর্বমোট ২০টি বাংলাদেশ মিশনে আইবাস++ (ibas++) পদ্ধতি চালু করেছে। পর্যায়ক্রমে সবগুলো বাংলাদেশ মিশনে আইবাস++ (ibas++) পদ্ধতি চালুকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

৫.৬. ই-নথি এবং ডিজিটাল-নথি (ডি-নথি)ঃ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বিদেশস্থ বাংলাদেশের মিশনসমূহে ই-নথি ও ডি-নথি চালু করার লক্ষ্যে মিশনগুলোর অর্গানোগ্রাম নিশ্চিতকণের জন্য বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ, বাংলাদেশ হাইকমিশনসমূহ, উপ-হাইকমিশনসমূহ, সহকারী হাইকমিশনসমূহ, কনস্যুলেট জেনারেলসমূহ, কনস্যুলেটসমূহ ও বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনসমূহে খসড়া অর্গানোগ্রাম প্রেরণ করা হয়েছে মিশনসমূহের ভেরিফিকেশন চলমান রয়েছে এবং দেশব্যাপী ডি-নথি চালুকরণের পর একই সাথে মন্ত্রণালয় ও বিদেশে অবস্থিত মিশনসমূহে ডি-নথি চালুকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫.৭. ডিজিটাল আর্কাইভঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নথি ও অন্যান্য দলিলাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণের নিমিত্ত ডিজিটাল আর্কাইভ ব্যবস্থা প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভবপর হবে। পররাষ্ট্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ★ ঢাকা ★ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সহযোগীতায় এই ডিজিটাল আর্কাইভ ব্যবস্থা তৈরি করেছে এবং এটি জাতীয় ডাটা সেন্টারে হোস্টিং করে রাখা হয়েছে।

৫.৮. অনলাইন রিকুইজিশন ব্যবস্থাঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের পণ্য ও সেবা প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অনলাইন রিকুইজিশনের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে কোন ধরণের কাগজের ব্যবহার ব্যাতিরেকেই কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাঁদের প্রয়োজনীয় চাহিদা অনলাইনে দাখিল করতে পারেন। এছাড়া এই অনলাইন রিকুইজিশন ব্যবস্থার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আইসিটি পণ্যের তালিকা ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে।

৫.৯. সেন্ট্রালাইজড সার্ভিস অ্যাক্টিভিটি ট্র্যাকারঃ বাংলাদেশ মিশনসমূহের কন্স্যুলার সেবাসমূহ সেবাপ্রার্থীদের যথাযথভাবে প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সেন্ট্রালাইজড সার্ভিস অ্যাক্টিভিটি ট্র্যাকার ব্যবস্থা প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীগণ তাঁদের আবাদেনকৃত সেবাসমূহের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন। এর মাধ্যমে মিশনসমূহ তাঁদের প্রদানকৃত সেবাসমূহ সহজেই পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

৫.১০. ইনোভেশন কর্ণারঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এটুআই-এর প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় মন্ত্রণালয়ের নতুন ভবনে একটি ইনোভেশন কর্ণার স্থাপন করেছে। এই ইনোভেশন কর্ণারে বাংলাদেশের উদ্ভাবকদের প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শনের জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইনোভেশন কর্ণারটি মন্ত্রণালয়ের একটি ব্রান্ডিং সেন্টার হিসেবে কাজ করছে। পাশাপাশি এই ইনোভেশন কর্ণারে দেশের টেকনোলজি সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সাথে নিয়মিত অনুষ্ঠান ও মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়।

০৬। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উদ্ভাবনের বিকাশকে গুরুত্ব দিয়ে আইসিটি ডোমেনে কাজ করছে। এই উদ্যোগগুলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কূটনীতি ও জনকূটনীতির অংশ। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চলমান উদ্যোগগুলোর মধ্যে আছে:

কর্মপরিকল্পনা	বিস্তারিত	সমাপ্তির তারিখ
ডিজিটাল-নথি(ডি-নথি)	মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বিদেশস্থ বাংলাদেশের মিশনসমূহে ডি-নথি চালু করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কাজ করছে। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।	জুলাই ২০২৩
MoFA ডিজিটাল আর্কাইভ	মন্ত্রণালয় আইসিটি বিভাগের অধীনস্ত বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সাথে কাজ করছে এবং প্রথমবারের মতো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডিজিটাল আর্কাইভ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। একবার সম্পূর্ণরূপে নির্মিত হয়ে গেলে -ডকুমেন্টস তৈরি হওয়ার সাথে সাথে নতুন রেকর্ডগুলি যোগ হতে থাকবে আর্কাইভে।	জুলাই ২০২৩
ইনোভেশন ল্যাব/কর্ণার (iLab)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ইনোভেশন ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটুআই এর সহযোগিতায় মন্ত্রণালয়ের নতুন ভবনে এই ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়। ল্যাবে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের বিভিন্ন মডেল প্রদর্শিত হচ্ছে।	সমাপ্ত
নিউরাল নেটওয়ার্ক	বাংলাদেশের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে, পররাষ্ট্র বিষয়ক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে "Data Driven Decision Making" নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিউরাল নেটওয়ার্ক তৈরির কাজ করে যাচ্ছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	ডিসেম্বর ২০২৩
সেন্ট্রালাইজড সার্ভিস অ্যাক্টিভিটি ট্র্যাকার	বাংলাদেশ মিশনসমূহের কন্স্যুলার সেবাসমূহ সেবাপ্রার্থীদের যথাযথভাবে প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সেন্ট্রালাইজড সার্ভিস অ্যাক্টিভিটি ট্র্যাকার ব্যবস্থা প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীগণ তাঁদের আবাদেনকৃত সেবাসমূহের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন।	সমাপ্ত
মাইগভ (MyGov) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কনস্যুলার সার্ভিস ডিজিটালাইজকরণ	মাইগভ (MyGov) টিমের সহায়তায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ৩৪টি কনস্যুলার পরিষেবা এবং ২৮টি অভ্যন্তরীণ পরিষেবা আনতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে সরকারের এই প্ল্যাটফর্মে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৬২টি সেবা লাইভ আছে এবং যথাযথ আবেদনের ভিত্তিতে সেবাপ্রার্থীদের ডিজিটালি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।	সমাপ্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

০৭। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

কর্মপরিকল্পনা	বিস্তারিত	সমাপ্তির তারিখ
হটলাইন স্থাপন	মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বিদেশস্থ বাংলাদেশের মিশনসমূহে সরাসরি যোগাযোগ চালু করার লক্ষ্যে একটি হট লাইন স্থাপন করা হবে। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	নভেম্বর ২০২৩
ক্রিপ্টো যোগাযোগ ব্যবস্থা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশের প্রথম ব্লকচেইন ভিত্তিক সার্ভিস শুরু করতে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ক্রিপ্টো যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে যাতে মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বিদেশস্থ বাংলাদেশের মিশনসমূহ সরাসরি যুক্ত হবে।	ডিসেম্বর ২০২৩
ইন্টিগ্রেটেড কল সেন্টার	নাগরিক সুবিধা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বিদেশস্থ প্রবাসীদের নানা সমস্যার সমাধানকল্পে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি সমন্বিত কল সেন্টার চালু করবে যা ২৪/৭ সচল থাকবে এবং যেকোনো সময়ে সেবা পাওয়া যাবে।	নভেম্বর ২০২৩
ডিজিটাল কন্ট্রোল রুম	উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদেশস্থ বাংলাদেশের মিশনসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন, অভিন্ন ওয়েবসাইট এর সাপোর্ট সেন্টার, মন্ত্রণালয়ের আইসিটি বিভাগের কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য একটি আধুনিক ডিজিটাল কন্ট্রোল রুম স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।	ডিসেম্বর ২০২৩
মিশন অ্যাক্টিভিটি ট্র্যাকার	বাংলাদেশ মিশনসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে সফটওয়ার ভিত্তিক ব্যবস্থা স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	অগাস্ট ২০২৩

০৮। ভবিষ্যতের উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন ভাবনার মুলে রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার উপ আঞ্চলিক কানেকটিভিটি। বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে উদ্ভাবনী ভাবনা আর ডিজাইন ইনোভেশন নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। সরকারি পর্যায়ে আর পিপিপি (সরকারি - বেসরকারি যৌথ উদ্দ্যোগে) ব্যবস্থাপনায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে সড়ক, জনপথ, সেতু, উড়ালসেতু, মেট্রোরেল সহ মাস আরবান ট্রানজিট, বিদ্যুৎ আর জ্বালানি নেটওয়ার্ক। বাংলাদেশে এখন কাজ করছে বঙ্গীয় ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ আর স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ নিয়ে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিশ্বাস করে যে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের সক্ষমতা আর জ্ঞানকে পূর্ণ ব্যবহারিক প্রজ্ঞায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। সুশাসন প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক উৎকর্ষতা ও জনগণের জীবনযাত্রা উন্নয়নের জন্য জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরকারের সকল প্রচেষ্টায় নিরলস ভূমিকা পালন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন করা হলে শুধু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ই উপকৃত হবে না, পুরো দেশই এর সুফল ভোগ করবে।

***

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ★ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ★ ঢাকা